হুমায়ুন আহমেদ স্মরণে

মোহাম্মদ আবদুর রাযযাক

'এখন যাব অচিন দেশে, অচিন কোন গাঁয়;
চন্দ্রকারিগরের কাছে, ধবলপংখী নায়।'
হুমায়ুন আহমেদ

শাবা'নের চাঁদ ডুবো ডুবো, ঐ এলো বলে রমজান;
নিউ ইয়র্কের আকাশে বাতাসে তারই আগমনী গান।
এমন সময় একি সংবাদ? হুমায়ুন আর নেই -
মোহাররমের চাঁদ কি উদিল অকালে, রমজানেই?
প্রাণ-পাখী তাঁর খাঁচা ছেড়ে গেছে বেলেভ্যু হাসপাতালে
ছিলনা 'চান্নি পসর রাত্রি' তার মরণের কালে।
অমাবশ্যার রাত্রি সেদিন, ওঠেনি আকাশে চাঁদ -
হুমায়ুন আর জেগে উঠবে না, কি ঘোর দুঃসংবাদ!

হাডসন নদী অবাক তাকায়, কেন কাঁদে তার কূলে
বাংলা মায়ের প্রবাসী ছেলেরা সব ভেদাভেদ ভুলে?
আহাজারি করে কাঁদছে বাংগালী, হুমায়ুন আর নেই
পুরুষ-রমণী, আবাল- বৃদ্ধ, হারিয়ে ফেলেছে খেই।
এমনটি আর দেখেনি সে কভু, অবাক নয়নে চায় -
কি ক্ষতি হয়েছে বাংগালীর, সে তা বুঝিবে না কভু হায়।
বুড়িগঙ্গার কুলে সে খবর আনে তরংগ তার,
হুমায়ুন আর ফিরবেনা, সে যে দেশে গেছে না ফেরার।

দুরে, বাসভূমে, লাল-সবুজের শ্যামল বাংলাদেশে -
কোটি জনতার কান্নার রোল দিগন্তে যায় মেশে।
যে মানুষ ছিল কোটি মানুষের স্বপ্নের কারিগর
সে যে চলে গেলো; ডুবে গেলো যেন বাংলার দিবাকর।
সৃষ্টিতে যার দেখি নিজ ছবি, শোনায় যে প্রিয় গান
সেই জাদুকর আসবে না আর, ভেবে কাঁদে কোটি প্রাণ।
আকাশে বাতাসে শুনি হাহাকার, বিরহ বিধুর ধুন -
নিযুত কন্ঠ ডেকে ডেকে সারা, ফিরে এসো হুমায়ুন।

কি সহজ করে বলেছ কঠিন গল্প এ জীবনের;
কত চরিত্র সৃষ্টি করেছ চির চেনা মানুষের;
বাকের ভাই আর কংকা-তিতলী, নীলুভাবী, মতি, বিলু,
অনিল বাগচী, রতন, খায়ের, কুটু মিয়া আর মিলু,
আসমানি, রূপা, হিমু, মিসির আলী, হিমুর মাজেদা খালা,
শুভ, তিথি, টুনি, মীরাদের নিয়ে সাজাও কথার মালা।
তোমার গল্প, কল্প-কাহিনী, তোমার উপন্যাস
তোমার নাটক, সিনেমা ও গানে তুলে ধরা বিশ্বাস
মধ্যবিত্ত বাংগালী জীবনে আনন্দ বেদনায়
ধ্রুবতারা সম জেগে রবে; শুধু তুমি দেখিবেনা হায়।

চলে গেছ তুমি, লেখনি তোমার থেমে গেছে চিরতরে,
বসবে না আর 'দখিন হাওয়ার' অতি পরিচিত ঘরে।
পিরুজালি গ্রামে 'নুহাশ পল্লী' স্তব্ধ দারুণ শোকে;
'দিঘি লিলাবতী' কাঁদছে ফুঁপিয়ে; জল ভরা দুই চোখে।
'লিচু বাগানের' শেষ শয্যায় শুয়ে তুমি হুমায়ুন -
দেখিছ কি তব 'ভেষজ বাগান' তাকায় কি সকরুণ?

নেই তুমি আর আমাদের মাঝে, জানি ফিরে আসবেনা,
আপনার গুণে শুধে গেছ তুমি জীবেনের সব দেনা।
জানি গো তোমার হয়নি মরণ 'চান্নি পসর রাতে' -
প্রার্থনা করি সুরলোকে রোজ স্নাত হও জোৎস্নাতে।

সিডনী; ২৭ জুলাই, ২০১২